

অসমাপ্ত আত্মজীবনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য একসাথে পড়ে নিন

ইংরেজীতে- The Unfinished Memoirs.

- ★ প্রথম প্রকাশ: ২০১২।
- ★ প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- ★ প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার।
- ★ কম্পিউটার ফরমেটিং: মোঃ নাজমুল হক।
- ★ কনসাল্টিং এডিটর: বদিউদ্দিন নাজির।
- ★ কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও স্ক্যান: ধনেশ্বর দাশ চম্পক।
- ★ গ্রন্থস্বত্ব: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ২০১২।
- ★ পৃষ্ঠা: ৩২৯।
- ★ মূল্য: ৫২৫ টাকা।
- ★ রচনাকাল: ১৯৬৬ – ৬৯। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায়। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ওনার আত্মজীবনী লিখেছেন।
- ★ আত্মজীবনীটি প্রকাশে যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন: শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, আবদুর রহমান রমা, মনিরুল লেছা, ইতিহাসবিদ প্রফেসর এ এফ সালাহউদ্দীন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, বেবী মওদুদ।
- ★ ভূমিকা লিখেন: শেখ হাসিনা। প্রথমবার ২০০৭ সালে কারাবন্দী অবস্থায়, পরবর্তিতে ২০১০ সালে গণভবন থেকে।
- ★ বইটির প্রথম লাইন: বন্ধুবান্ধবরা বলে তোমার জীবনী লেখ।
- ★ শেষ লাইন: তাতেই আমাদের হয়ে গেল।
- ★ বঙ্গবন্ধুর লেখা আত্মজীবনীর ৪ খানা খাতা শেখ হাসিনার হাতে আসে: বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের ২৯ বছর পর ২০০৮ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার পর পরই।

★ বঙ্গবন্ধু ওনার বাংলার মানুষদের একটি বিশেষণে বিশেষায়িত করতেন, সেটি হল: দুঃখী মানুষ।

★ অনুবাদ: বইটি ইতোমধ্যে ৬ টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ইংরেজি ভাষা - অনুবাদক মোঃ ফকরুল আলম; ২০১২ সালের ১২ জুন বাংলা সংস্করণের সাথে প্রকাশিত হয়।

জাপানি ভাষা - অনুবাদক কাজুহিরো ওয়াতানাবে। ২ আগস্ট ২০১৫ জাপানি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচিত হয়।

চীনা ভাষা - অনুবাদক চাই সি ২০১৬ সালের ২৮ জানুয়ারি গণভবনে বইটির মোড়ক উন্মোচিত হয়।

আরবি ভাষা - অনুবাদক ফিলিস্তিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ২০১৬ সালে আরবি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ফরাসি ভাষা - অনুবাদক প্রফেসর ফ্রান্স ভুট্টাচারিয়া; ২৬ মার্চ ২০১৭ ফরাসি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচিত হয়।

হিন্দি ভাষা - অনুবাদক ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৮ এপ্রিল ২০১৭ হিন্দি সংস্করণের মোড়ক উন্মোচিত হয়।

★ বইটিতে যা আছে: আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, বংশ পরিচয়, শৈশব, শিক্ষাজীবন, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট সরকার, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন। এছাড়াও আছে লেখকের কারাজীবন, পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি ও সর্বোপরি সর্বসহা সহধর্মিণীর কথা।

★ বঙ্গবন্ধুকে বলা ওনার পিতার উক্তি: Sincerity of purpose and honesty of purpose.

★ বঙ্গবন্ধুর মা শেরে বাংলাকে উদ্দেশ্য করে ওনাকে বলেন: বাবা যাহাই কর, হক সাহেবের বিরুদ্ধে বলিও না।

★শেরে বাংলা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধি:

শেরে বাংলা মিছামিছিই শেরে বাংলা হন নাই। বাংলার মাটি ও

তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। যখনই হক

সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাধা পেয়েছি।

বঙ্গবন্ধু শেরে বাংলাকে নানা বলে ডাকতেন।

★বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে শেরে বাংলার উক্তি: আমি বুড়া

আর মুজিব গুড়া, তাই ওর আমি নানা ও আমার নাতি।

★হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে

উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধুর অভিমানী উক্তি: If I am nobody, then why have you invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you sir. I will never come to you again.

★বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা কে ডাকতেন: হাচু।

★পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের সময় অলি আহাদের প্রস্তাব ছিল, এর নামকরণ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ করা হোক।

★যাদের গান শুনে বঙ্গবন্ধু মুগ্ধ হয়েছিলেন:

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, সোহরাব হোসেন, বেদারউদ্দিন সাহেব।

★দার্শনিক বঙ্গবন্ধু:

১। একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই

নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

২। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।

★ বইটির এমন একটি ঘটনা বলুন, যা আপনাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়: (নিজের ভাষায়)

১) বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁকে কোন বিশেষণে বিশেষায়িত করার মত শব্দভাণ্ডার

আমার নেই। বঙ্গবন্ধু ওনার নিজের আল্পজীবনী লিখতে গিয়ে নিজেকে নয় বরং অন্যদেরকেই

নায়ক করে তুলেছেন। যেমন শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের জনপ্রিয়তাকে তিনি

স্পষ্টভাবে বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্গবন্ধু নির্ধিহ্নায় লিখেছেন: একদিন আমার মনে আছে একটা সভা করছিলাম আমার নিজের ইউনিয়নে, হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন? কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করছেন? এই সমস্তু

আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ একজন বুদ্ধলোক যিনি আমার দাদার খুব ভক্ত, আমাদের বাড়িতে সকল সময়ই আসতেন, আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন— দাড়িয়ে বললেন, যাহা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাইনা। জিন্নাহ কে? তার নামও

তো শুনি নাই। আমাদের গরিবের বন্ধু হক সাহেব। বঙ্গবন্ধু একজন সাদা মনের মানুষ ছিলেন বিধায় তিনি লিখেছেন, শুধু এইটুকু না, যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখাতে গিয়েছি, তখনই জনসাধারণ আমাদেরকে মারপিট করেছে। অনেক সময় ছাত্রদের নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, মার খেয়ে।

২) ১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধু ওনার গৃহশিক্ষক আবদুল হামিদ এম এস সি এর উদ্বোধনে মুসলমানবাড়ি থেকে

প্রত্যেক রবিবার মুষ্টি ভিক্ষার চাল ওঠাতেন। এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং

পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন।

এই গুলো পড়ে মনে রাখতে পারলে আর মূল বইটি না পড়লেও চলবে। আপনার যদি সময় থাকে তাহলে একবার পড়ে নিতে পারেন।